জাতীয় কৃষি আবহাওয়া
পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০৫ **ফেব্রুয়ারি,** (বুধবার)

[**সময়কালঃ** ০৫.০২.২০২০–০৯.০২.২০২০]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে । সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত: শুষ্ক থাকতে পারে। শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে। শ্রীমঙ্গল ও পাবনা অঞ্চলসহ রংপুর বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরণের শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে যা কোনকোন স্থান থেকে প্রশমিত হতে পারে। দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দেশের অন্যত্র তা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং দেশের অন্যত্র তা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার শেষের দিকে বৃষ্টিপাত/গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে।

জেলাভিত্তিক মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিন সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত: শুষ্ক থাকতে পারে তবে কয়েকটি জেলা যেমন সিলেট, সুনামগঞ্জ, সাতক্ষীরা, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বাগেরহাটে ৯ ফেব্রুয়ারি হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে।

আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস বিবেচনা করে যেসব জেলায় হালকা বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব জেলার জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

সবজি:

- ফুলকপি, বাঁধাজপি, টমেটো, বেগুন, শশা, মটরশুটি ইত্যাদির ফলন বাড়ানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা করুন।
- সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফুলকপি ও বাঁধাকপিতে আগাছা নিধন করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে, বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

বোরো ধান:

- বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতক জমিতে ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- বীজতলায় ২-৩ সে.মি. পানির স্তর বজায় রাখুন।
- চারা রোপনের জন্য মূল জমি তৈরি শুরু করুন।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ১৩ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি জিপসাম ও ১৫ কেজি দস্তা প্রয়োগ করুন।

বীজতলা থেকে চারা রোপণ-

- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।

- আগামী ১০ দিনের মধ্যে চারা রোপণ শেষ করুন। জমি ও নিষ্কাশন নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- চারা রোপণের পর ১৫ দিন পর্যন্ত মূল জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন।

বৃদ্ধি পর্যায়:

- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিয়ে পানির স্তর ৩-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্বোফুরান গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গম:

- বৃষ্টিপাতের পর প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলাকরণ করুন।
- ৫০-৫৫ দিন বয়স হলে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রয়োগ করুন।
- রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকা, জাব পোকা, জ্যাসিড বা ইঁদুরের আক্রমণ এবং ব্লাস্ট, পাতার মরিচা রোগ, পাতা পোড়া, পাতায় দাগ রোগ, গোড়া পচা, পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি শতকে ৬ গ্রাম হারে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি প্রয়োগ করুন।
- গমের মরিচা রোগ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা নিন। শীত ও কুয়াশার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় নিয়মিত সেচ প্রদান করুন।

সরিষা:

- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রয়োগ করুন।
- ৮০% ফসর পরিপক্ক হলে সংগ্রহ করে ফেলুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল ৫ ডব্লিউপি মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করুন।
- জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।

ভুট্টা:

- বপনের ৬০-৭০ দিন পর প্রয়োজন অনুযায়ী তৃতীয় সেচ দিতে হবে।
- ঘনত্ব বেশি হলে পাতালাকরণ করুন।

- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- ভুট্টায় ফল আর্মি ওয়ার্ম এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পাতা পোড়া রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর ১০ দিন পর পর ম্যানকোজেব গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

মসুর:

- সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।
- ৩০-৩৫ দিন বয়স হলে জমি থেকে আগাছা নিধন করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি ২% হারে পানিতে মিশিয়ে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকাল ৯-১০ টার মধ্যে স্প্রে করুন।
- ঢলে পড়া রোগ হলে বৃষ্টিপাতের পর সপ্তাহে দুইবার প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পড বোরার এর আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

আলু:

- সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।
- ৮০% ফসর পরিপক্ক হলে সংগ্রহ করে ফেলুন।
- সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে নাবী ধ্বসা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- লাল পিপড়ার আক্রমণ হলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।
- কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃষ্টিপাতের পর ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- সেচ ও সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- লিফ মাইনর, শোষক পোকা, টিক্কা রোগ দেখা দিতে পারে। লিফ মাইনর নিয়ন্ত্রণে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ক্লোরোপাইরিফস @২.৫ মিলি অথবা কুইনালফস @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। শোষক পোকার জন্য বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে মনোক্রোটোফস @ ১.৬ মিলি অথবা ইমিডাক্লোরোপিড @ ০.৩ মিলি অথবা ডাইমেথয়েট @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। টিক্কা রোগের জন্য বৃষ্টিপাতের পর প্রতি একরে ম্যানকোজেব @ ৪০০ গ্রাম+কার্বেন্ডাজিম @ ২০০ গ্রাম অথবা হেক্সাকোনাজল @ ৪০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

উদ্যান ফসল:

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরোপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আমে লীফ হপার পোকা ও পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। কাজেই গবাদি পশুকে চালার নীচে রাখুন। গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার দিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষা করুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- বেলা ২-৩ টার মধ্যে খাবার দিন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমানে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (০৫ *ফেব্রুয়ারি*, ২০২০ , সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ০৪ *ফেব্রুয়ারি*, ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা , ০৪ *ফেব্রুয়ারি*,, ২০২০ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	২৬.০	১৪.৮	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	২৪.৭	১০.৫
	টাঙ্গাইল	০০	২৫.০	১১.২		ঈশ্বরদী	০০	২৫.০	১০.০
	ফরিদপুর	০০	২৬.২	১২.৬		বগুড়া	০০	২৪.৭	১১.৯
	মাদারীপুর	০০	২৬.০	১২.৬		বদলগাছী	০০	২৪.৫	১১.০
	গোপালগঞ্জ	০০	২৬.১	১২.৫		তাড়াশ	০০	২৩.০	১৩.৪
	নিকলি	০০	২৫.০	১৩.০					
					রংপুর	রংপুর	০০	২৪.৫	০৯.৬
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	২৫.২	১২.৪		দিনাজপুর	০০	২৪.৫	০৭.৭
	নেত্রকোনা	০০	২৪.৯	১৩.০		সৈয়দপুর	০০	২৫.৫	০৯.০
						তেঁতুলিয়া	০০	২৪.৭	০৬.৬
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	২৫.২	১৪.০		ডিমলা	০০	২৫.০	০৯.০
	সন্দ্বীপ	০০	২৬.৭	১৩.০		রাজারহাট	০০	২৪.৬	০৮.০
	সীতাকুন্ড	০০	২৭.০	১০.৭					
	রাঙ্গামাটি	০০	২৬.৫	১১.৮	খুলনা	খুলনা	০০	২৬.২	১৪.২
	কুমিল্লা	০০	২৬.০	১৪.০		মংলা	০০	২৬.২	১৪.০
	চাঁদপুর	০০	২৭.২	১৪.৬		সাতক্ষীরা	০০	২৬.২	১৪.৫
	মাইজদীকোর্ট	০০	২৬.৩	১৫.০		যশোর	০০	২৬.৪	১২.০
	ফেনী	০০	২৬.৫	১৪.২		চুয়াডাঙ্গা	০০	২৬.২	১১.০
	হাতিয়া	০০	২৬.৫	১১.৫		কুমারখালী	০০	২৬.০	১২.৮
	কক্সবাজার	০০	২৬.৫	১৩.৮					
	কুতুবদিয়া	০০	২৪.৮	১৩.২	বরিশাল	বরিশাল	০০	২৬.৬	১২.১
	টেকনাফ	০০	২৬.১	১৪.৬		পটুয়াখালী	০০	২৬.৫	১৩.০
						খেপুপাড়া	০০	২৬.০	১২.৫
সিলেট	সিলেট	০০	২৬.২	১২.৫		ভোলা	০০	২৬.৬	১২.৮
	শ্রীমঙ্গল	০০	২৬.০	০৯.৭					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৪.৮০ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.২২ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে।

কুয়াশাঃ শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।

শৈত্য প্রবাহ: চলমান শৈত্য প্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (০৪ *ফেব্রুয়ারি*, , ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

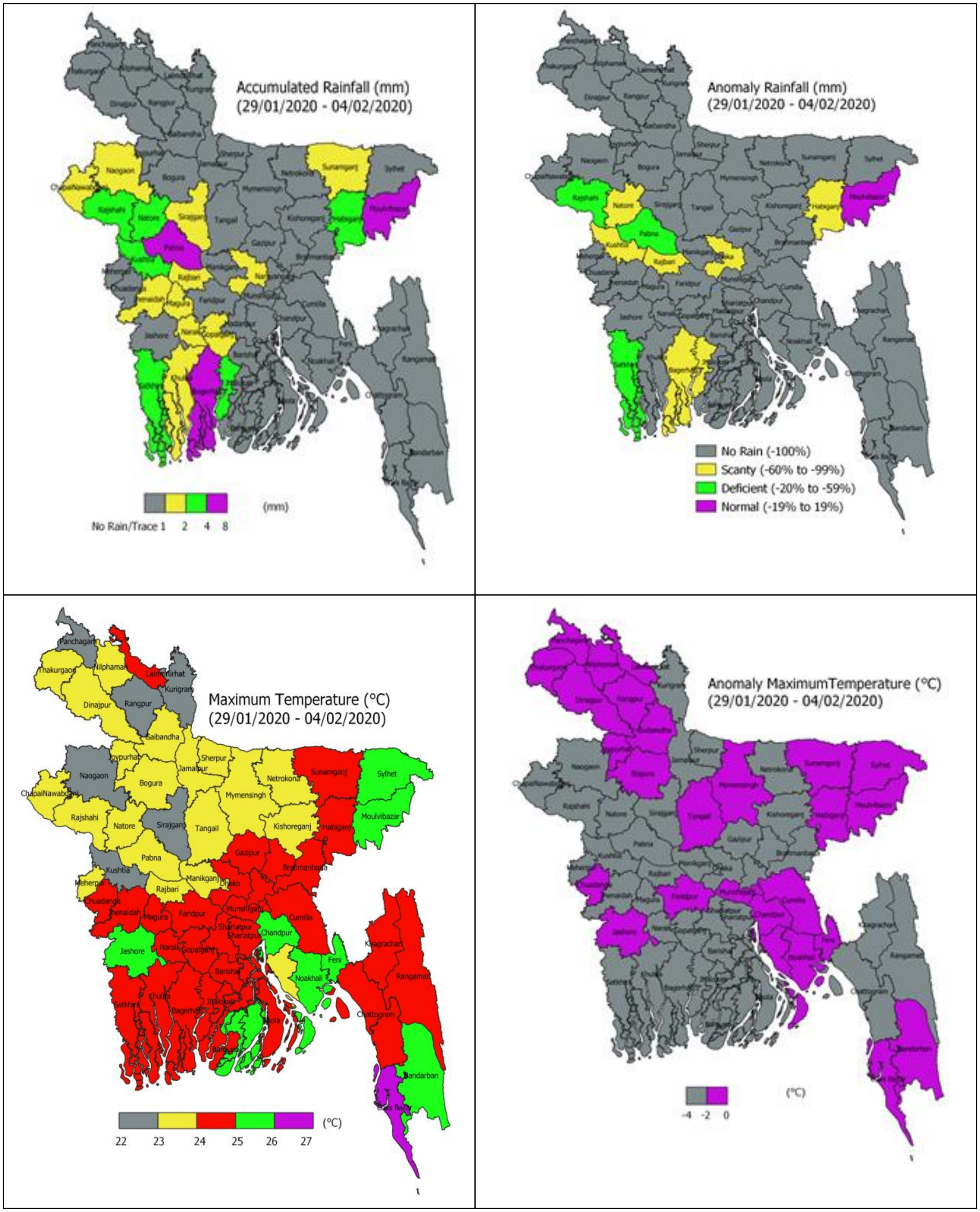

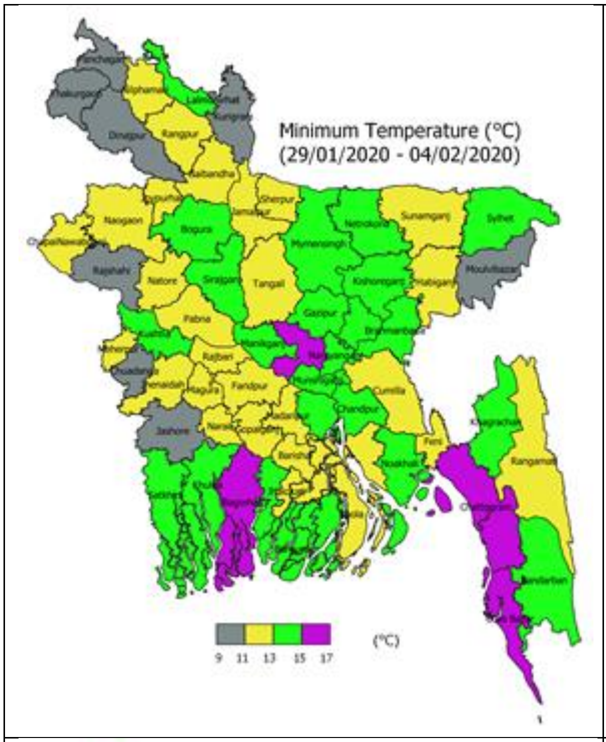
Minimum Temperature (°C)
(29/01/2020 - 04/02/2020)
9 11 13 15 17
(°C)

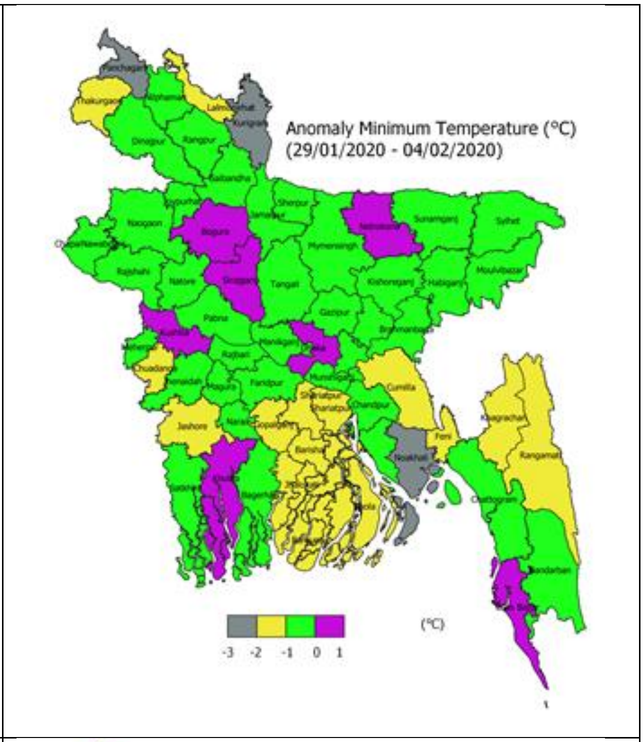
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(29/01/2020 - 04/02/2020)
-3 -2 -1 0 1
(°C)

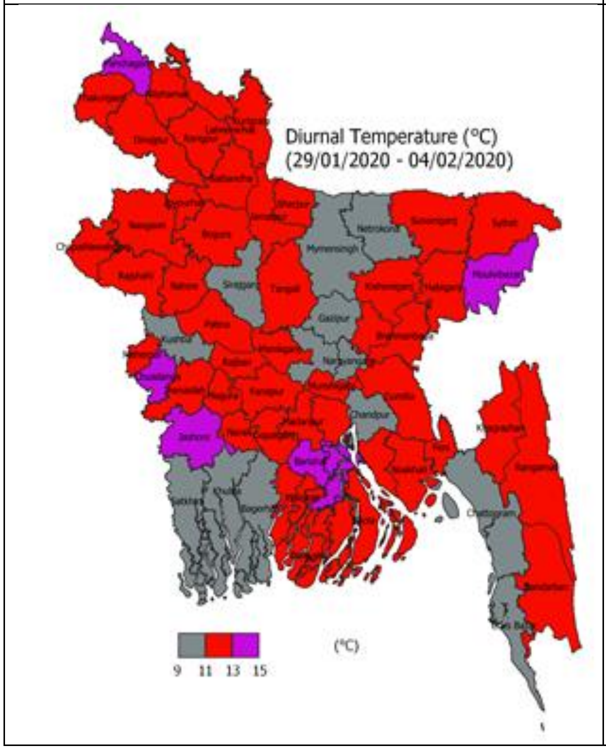
Diurnal Temperature (°C)
(29/01/2020 - 04/02/2020)
9 11 13 15
(°C)

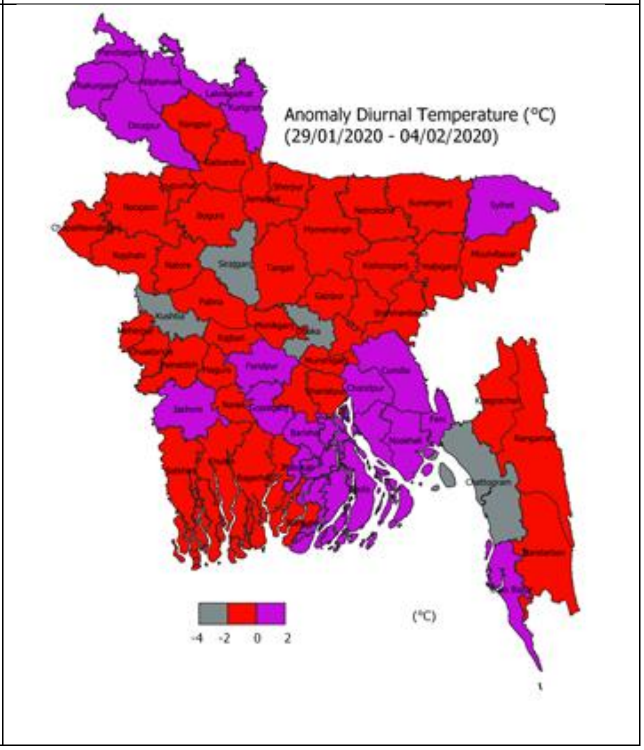
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(29/01/2020 - 04/02/2020)
-4 -2 0 2
(°C)

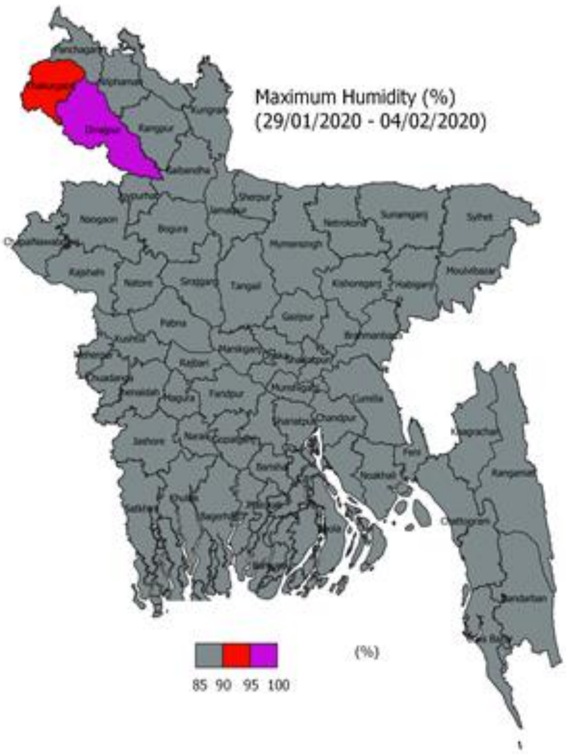
Maximum Humidity (%)
(29/01/2020 - 04/02/2020)
(%)
85 90 95 100

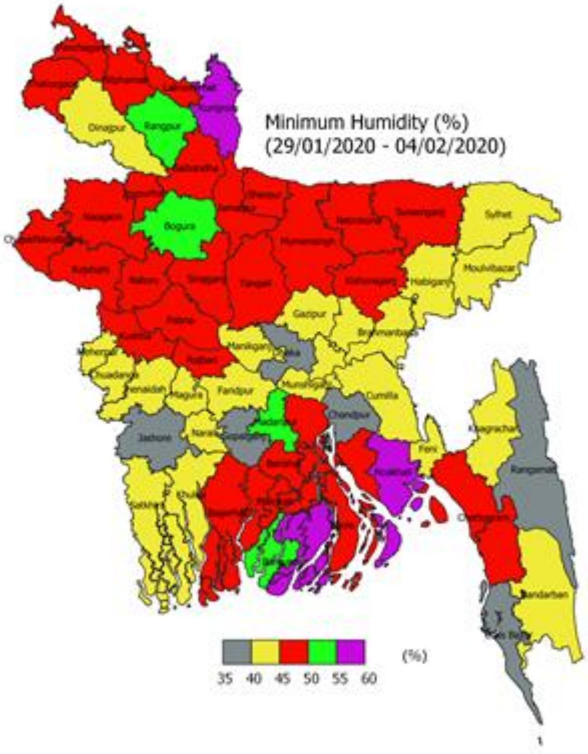
Minimum Humidity (%)
(29/01/2020 - 04/02/2020)
(%)
35 40 45 50 55 60

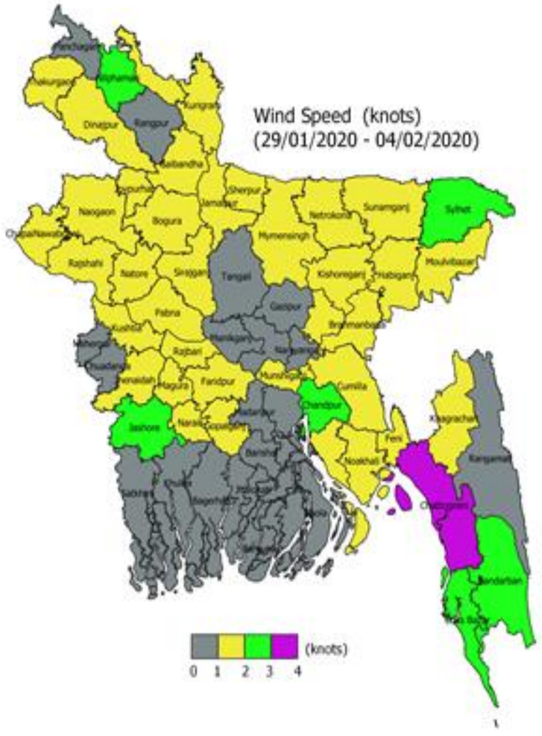
Wind Speed (knots)
(29/01/2020 - 04/02/2020)
(knots)
0 1 2 3 4

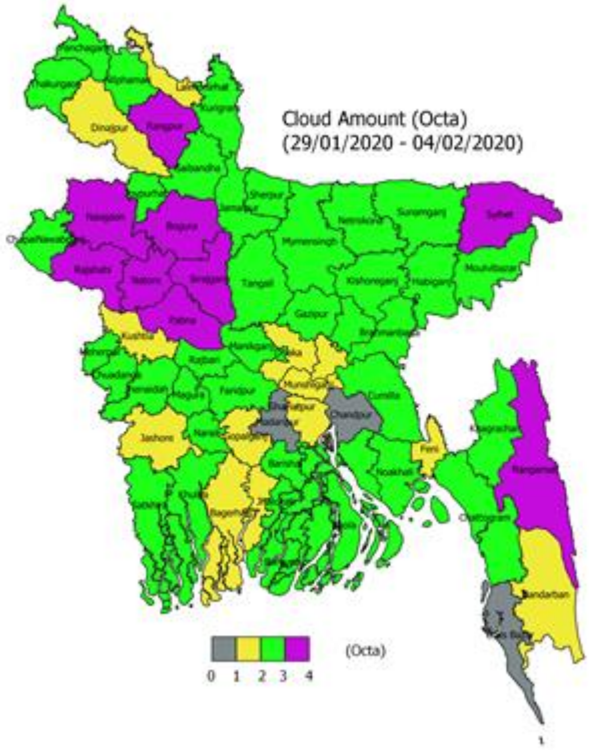
Cloud Amount (Octa)
(29/01/2020 - 04/02/2020)
(Octa)
0 1 2 3 4

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (০২/০২/২০২০ হতে ০৮/০২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৬.০০ থেকে ৭.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.২৫ মিঃ মিঃ থেকে ৩.২৫ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে প্রথমার্ধে সারাদেশের আকাশ আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে সেই সাথে এ সময়ের শেষদিকে ঢাকা, রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগের দুই এক স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি.মি./দিন) অথবা গুড়ি গুড়ি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে ।
- এ সময়ে সারাদেশে শেষরাত হতে সকাল পর্যন্ত কিছু কিছু স্থানে হাল্কা কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৫ *ফেব্রুয়ারি*, হতে ০৯ *ফেব্রুয়ারি*, ২০২০ পর্যন্ত)

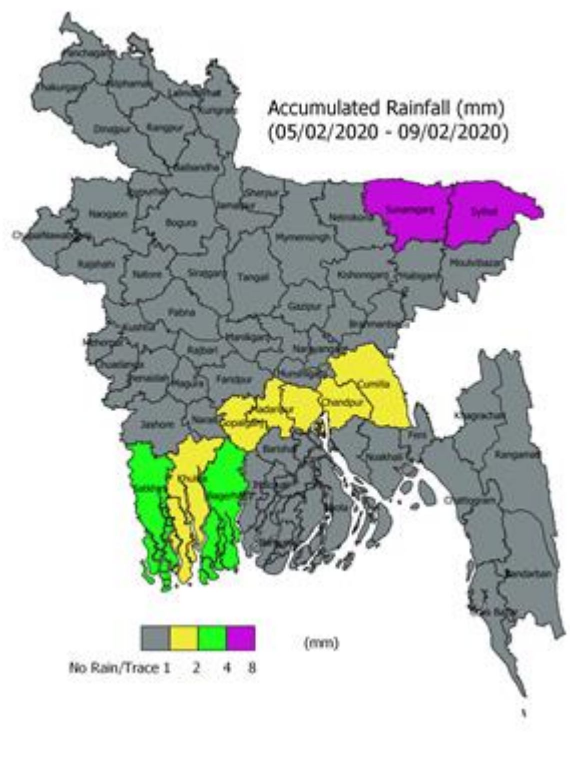

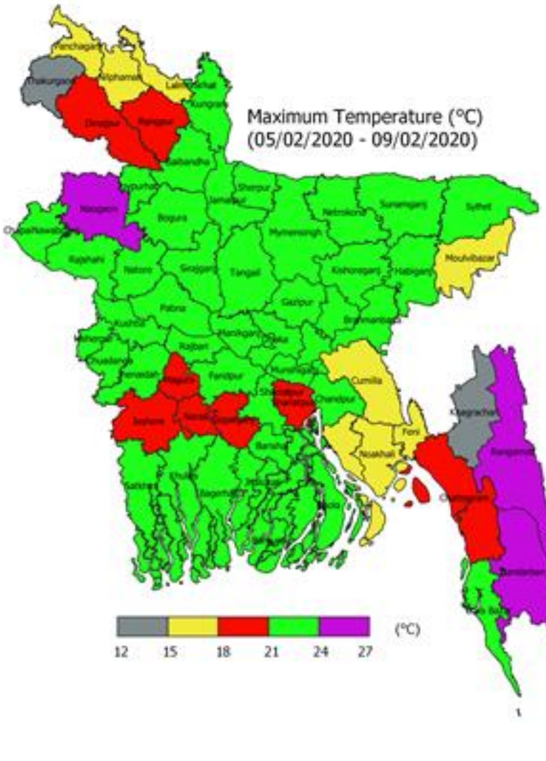

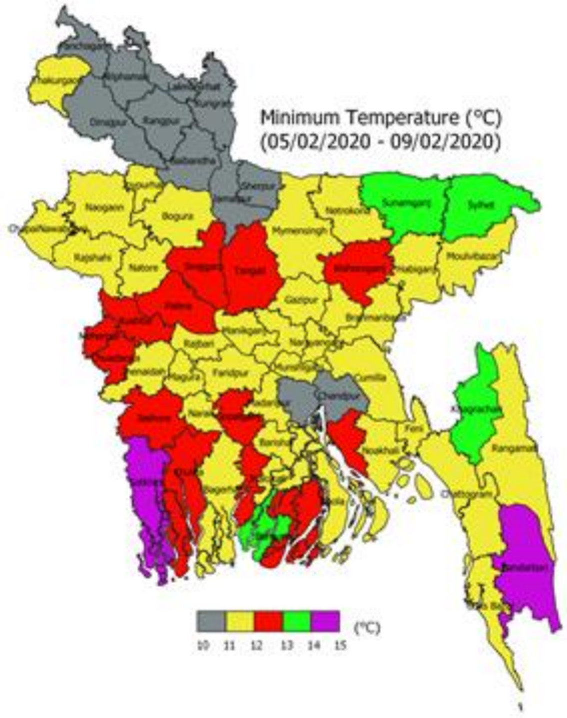
Minimum Temperature (°C)
(05/02/2020 - 09/02/2020)
(°C)
10 11 12 13 14 15

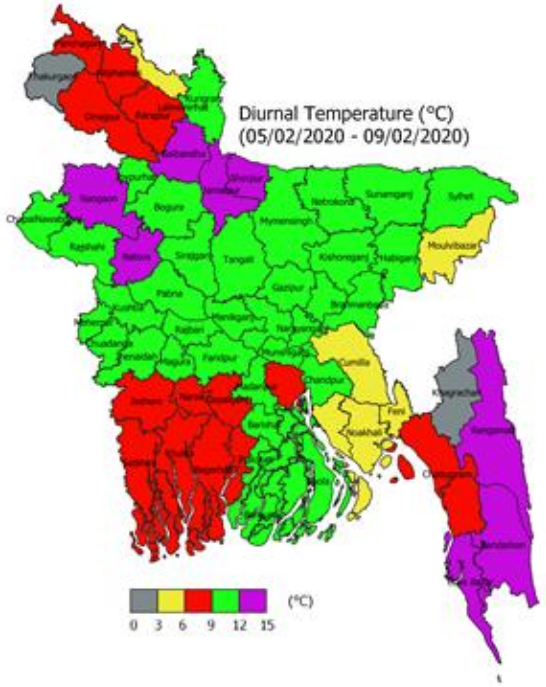
Diurnal Temperature (°C)
(05/02/2020 - 09/02/2020)
(°C)
0 3 6 9 12 15

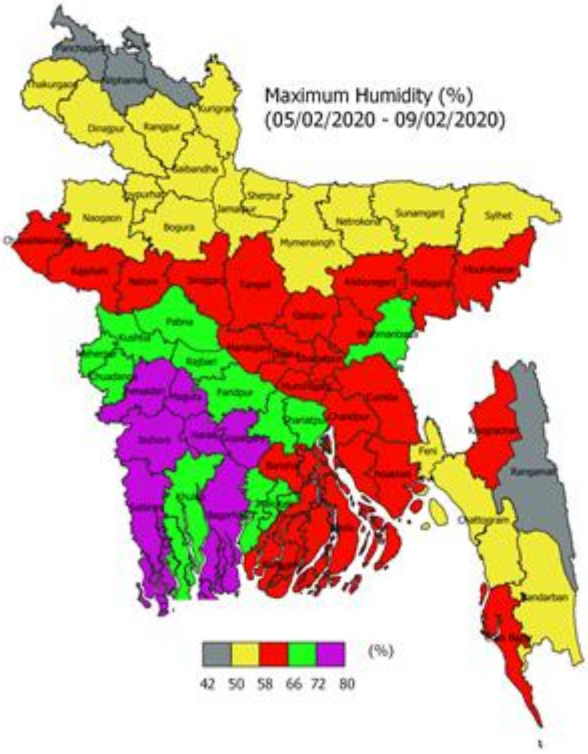
Maximum Humidity (%)
(05/02/2020 - 09/02/2020)
(%)
42 50 58 66 72 80

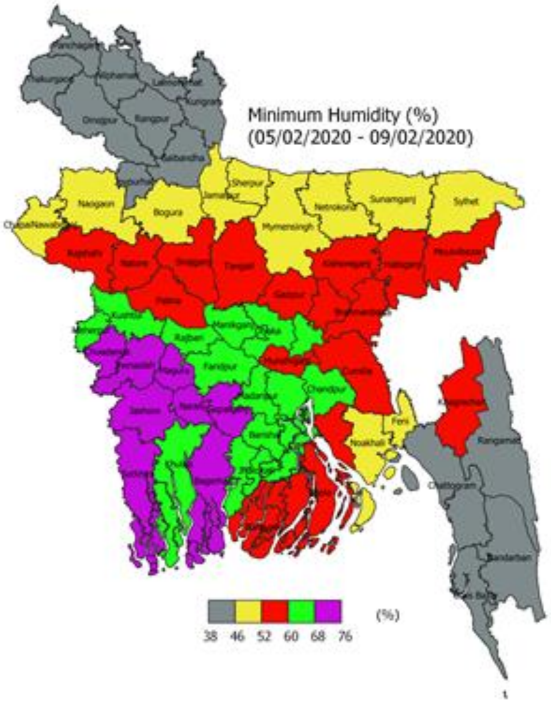
Minimum Humidity (%)
(05/02/2020 - 09/02/2020)
(%)
38 46 52 60 68 76

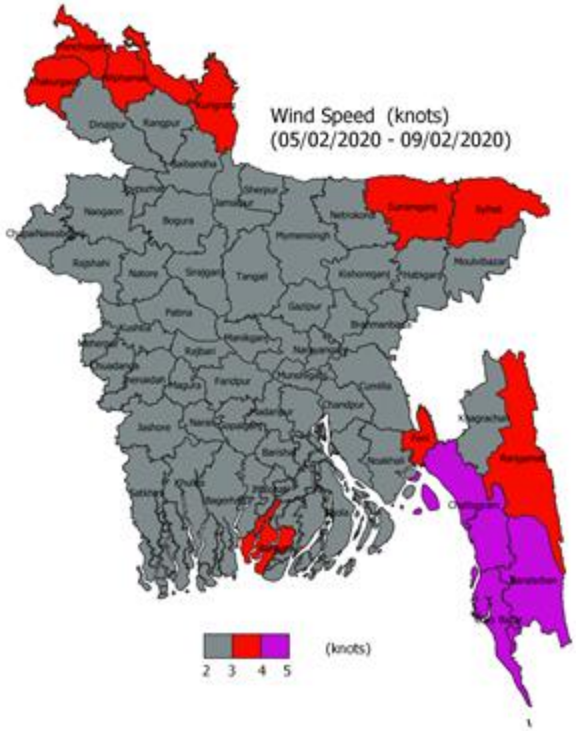
Wind Speed (knots)
(05/02/2020 - 09/02/2020)
2 3 4 5
(knots)

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week No. 04 (22 January-28 January 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

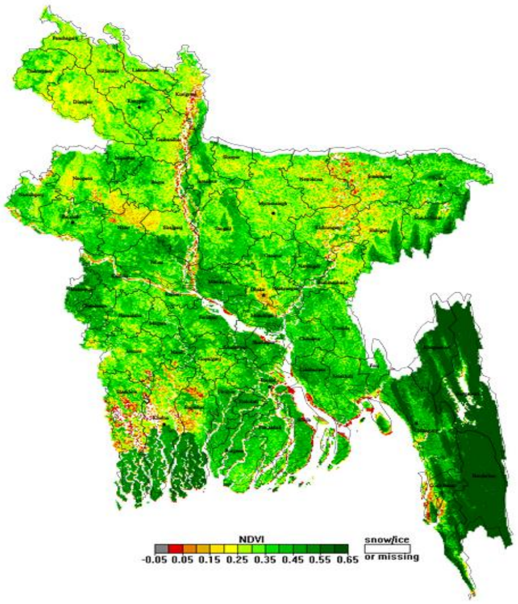

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 04 (22 January-28 January 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

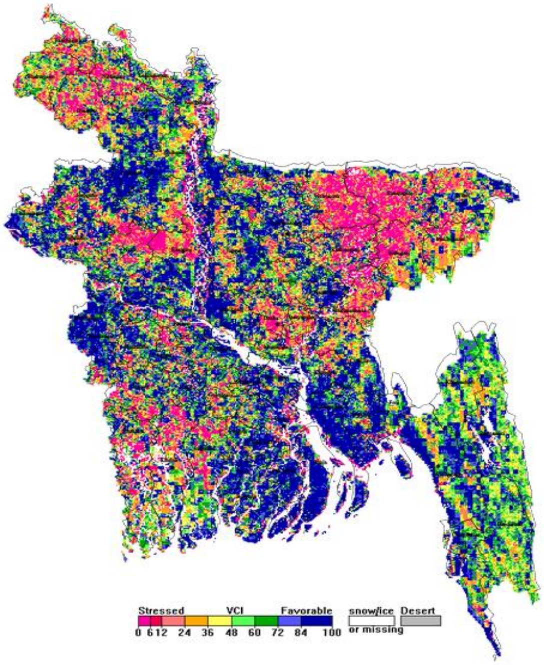

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 04 (22 January-28 January 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

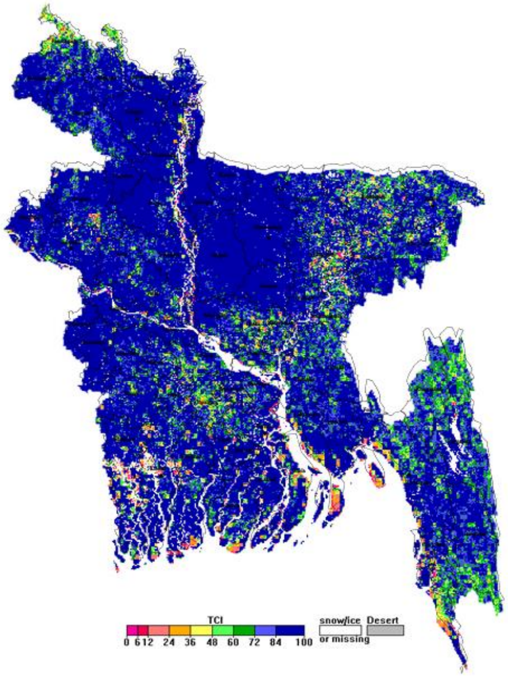

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 04 (22 January-28 January 2020) over Agricultural regions of Bangladesh